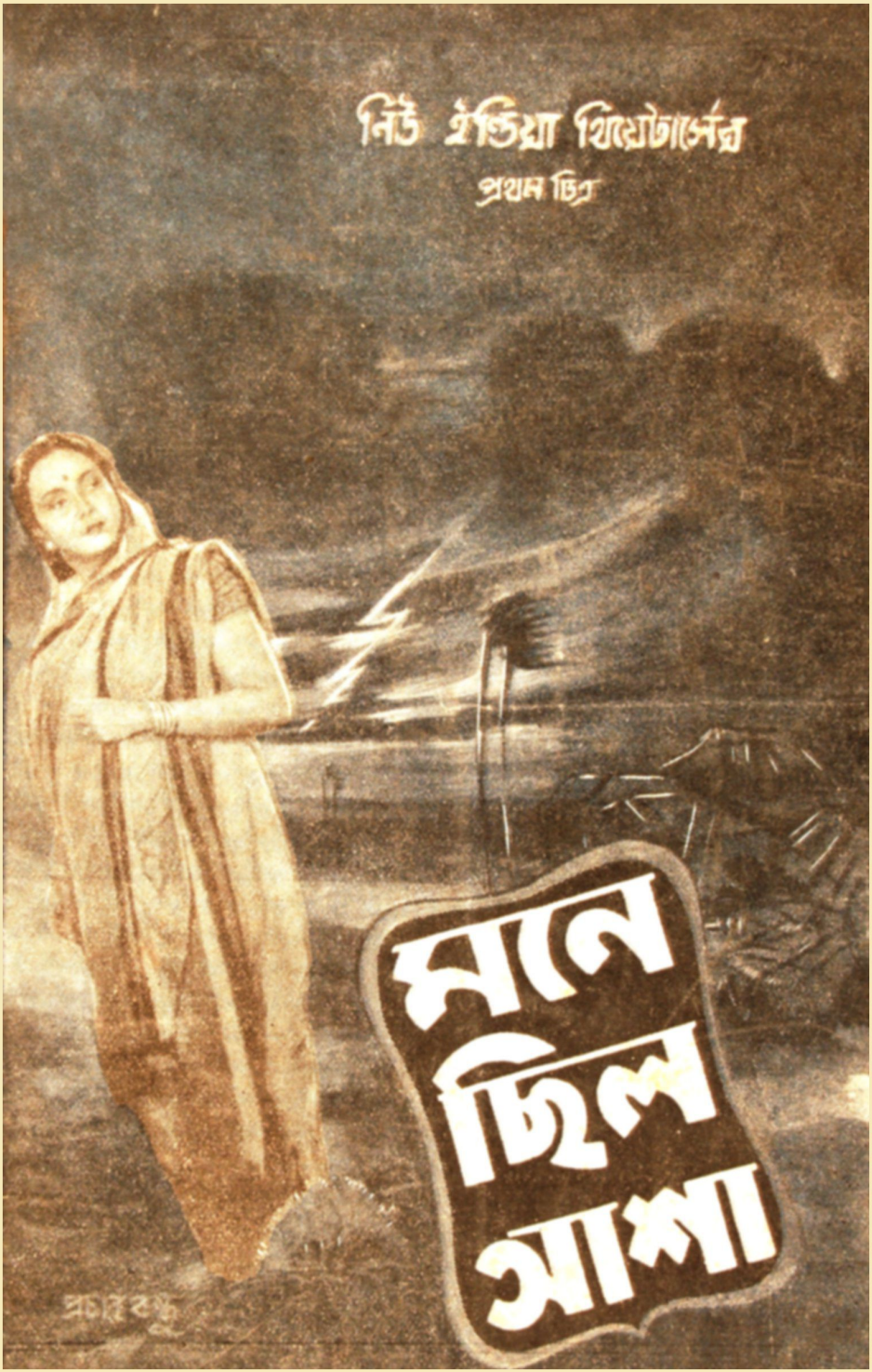
নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের
প্রথম চিত্র
মনে ছিল আশা

সরোজ মুখার্জীর প্রযোজনায়

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের প্রথম নিবেদন

—মনে ছিল আশা—

কাহিনী—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

সংলাপ—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ও বিমলেশ দে।

পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনা—রবীন রায়।

প্রধান কর্ম্মসচিব— বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী— দিব্যেন্দু ঘোষ

শব্দযন্ত্রী— পরিতোষ বোস

শিল্পনির্দ্দেশক— মনি মজুমদার

রসায়নাগারিক— জগৎ রায় চৌধুরী

ব্যবস্থাপক— মাণিক দে

স্থির চিত্রশিল্পী— সমর ব্যানার্জি

রূপসজ্জাকর— ত্রিলোচন পাল

সাজ সজ্জা— সন্তোষ নাথ

গীতকার— যূথিকা মুখোপাধ্যায়
রমেন চৌধুরী
বটকৃষ্ণ

—সহকারিগণ—

পরিচালনায়— মনি মজুমদার
অশোক চ্যাটার্জি
গোপাল চৌধুরী

চিত্রশিল্পে— সুধাংশু বিকাশ ঘোষ
বীরেন কুশারী
চুনীলাল চ্যাটার্জি

শব্দযন্ত্রে— সত্য ব্যানার্জি
দুর্গাদাস মিত্র
জগদীশ চক্রবর্ত্তী

সম্পাদনায়— হরনাথ চক্রবর্ত্তী

রসায়নাগারে— নিরঞ্জন সাহা
জগবন্ধু বোস
প্রফুল্ল মুখার্জী
যুগল দাস
নবকুমার গাঙ্গুলী

—ভূমিকায়—

ছায়া দেবী, বিপিন গুপ্ত, ছন্দা দেবী, পরেশ ব্যানার্জি, উমা গোয়েঙ্কা, গোকুল মুখার্জী, শিবাণী ব্যানার্জি, শিশির মিত্র, অর্চ্চনা, রবীন, গীতা, পিনাকী, উষা, হরিধন মুখার্জী (এ্যাঃ), দেবেন ব্যানার্জী, দেবু মিত্র, লাল মোহন ঘোষ, উৎপল পাল (এ্যাঃ), গজেন দত্ত, অনিল বোস, কেষ্ট শীল, যতীন দাস, বিশ্বনাথ সেন ডাঃ সুকুমার বোস ও আরও অনেকে।

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে
আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক
ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড

কাহিনী

মায়া বলে "সকাল না হতে হতেই ছেলে বেরিয়েছে তো পাড়া বেড়াতে! সই মুখপুড়ী আদর দিয়ে দিয়েই খেলে ওর মাথাটা।"

আর মায়ার সই কমলা বলে "সই আদর দিয়েই আমার মেয়ের মাথাটা খেলে।"

প্রতাপ আর লতি;—দু'বাড়ীর দু'টি কিশোর কিশোরী, দুজনের মধ্যে খুব ভাব। প্রতাপের যেমন লতিকে ছাড়া চলে না এক দণ্ড, লতিরও তেমনি প্রতাপকে ছাড়া চলে না এক মুহূর্ত্ত। যেমন প্রতাপ আর লতি, তেমনি মায়া আর কমলা।

একদিন দুই পরিবারের সকলে মিলে গেল পায়রাচণ্ডীর মেলা দেখতে।

ঋতুচক্রের মত মানুষের ভাগ্যচক্রও ঘুরতে থাকে—ভাগ্যের যদি ভাঙ্গন ধরে, সে ভাঙ্গন রোধ করবে কে! নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে এদেরও সুখের নীড় গেল ভেঙ্গে।

হঠাৎ কালো মেঘে দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে গেল। ঝড়ো হাওয়া হু হু করে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। মহাকালের উদ্যত অভিশাপের মত প্রলয়ের ঝড় উঠলো—দুরন্ত হাওয়ায় দিকে দিকে ভেঙ্গে পড়লো গাছ পালা,—উড়ে গেল দোকান পাট। চারিদিকে উঠলো মানুষের বুক ফাটা আর্ত্তনাদ—কে যে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে!

* * * *

দেখতে দেখতে সুদীর্ঘ পনেরোটি বছর কেটে গেল মায়ার কেবল চোখের জলে। কিন্তু

ভাগ্য তবুও তাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করেনি। পাশের গ্রামের রায়বাহাদুর তাঁকে আর তার সন্তান প্রতাপকে আশ্রয় দিলেন। প্রতাপ আজ বৃদ্ধ রায়বাহাদুরের কাছে তাঁর একমাত্র "স্নেহের দাদু"।

নাটকের আরেকটি অঙ্ক ইতিমধ্যে সুরু হয়ে গেছে। পনেরো বছর আগের সেই বাচ্চা প্রতাপ এম-এস-সি পাশ করা আদর্শবাদী যুবক আজ। হঠাৎ কি খেয়ালে প্রতাপ দেশে গিয়ে একটি মেয়েকে প্রথম দেখাতেই মন দিয়ে বস্‌লো। তারপর একদিন কণা বলে সেই মেয়েকে বিয়ে করবে বলে জানালে।

কিন্তু কণা আর প্রতাপের স্বপ্নলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়াল প্রতাপের মা—মায়া।

প্রতাপ কণাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। মায়া তার একমাত্র খোকা প্রতাপ ছাড়া আর কাউকে জানে না।

তিনজনের জীবন নিয়ে নিয়তির কুটিল হাসি……অন্ধ পিতাকে কাজ করতে দেবে না বলে কণা যায় প্রতাপের আশ্রয়দাতা রায়বাহাদুরের মিলে কাজ করতে। মিলের ম্যানেজার কণার দিকে লালসার হাত বাড়ায়। প্রতাপ কণাকে উদ্ধার করে ম্যানেজারের হাত থেকে। কাজ করতে দেয় না মিলে

প্রতিহিংসাপরায়ণ মিলের ম্যানেজার প্রতাপের বিরুদ্ধে রায়বাহাদুরকে উত্তেজিত করে দিনের পর দিন। একদিন চক্রান্ত করে রায়বাহাদুরকে দেখিয়েও দেয় প্রতাপ আর অজানা অপরিচিতা ভিখারীর মেয়ের অবাধ মেলামেশা। আত্মসম্মানে আঘাত লাগা রায়বাহাদুর মিলের ম্যানেজারকে আদেশ দেন প্রতাপকে মেয়েটার হাত থেকে বাঁচাতেই হবে, যেমন করে হোক।

নিয়তি আবার হাসে……প্রতাপ আড়ালে থেকে রায়বাহাদুরের আদেশ শোনে। ছুটে বেরিয়ে যায় কণাকে বাঁচাবার জন্যে—মায়ের কথা—দাদুর আদেশ সব অগ্রাহ্য করে……প্রতাপের ডাক হাওয়ায় আওয়াজ করে ফেরে ……কণা……কণা……কণা……কণা কি প্রতাপের ডাক শোনে?

মায়া কি তার একমাত্র সন্তান প্রতাপকেও হারায়?

রায়বাহাদুরের আশা সে কি ধুলায় লুণ্ঠিত হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে কাহিনীর শেষটুকু পর্দায় দেখলে।

গান

(১)

যাবো না, যাবো না
ঘরে যাবো না এই সকাল বেলা
দু'জনে মিলি, নিরিবিলি
আয় করি খেলা
ঘর বাঁধার খেলা
আয় আয় করি খেলা, এই সকাল বেলা'
বারে বারে বালি পড়বে খসে
শক্ত হাতে আমি বাঁধবো বসে
সাজিয়ে দেব ঝিনুক দিয়ে, আমি একেলা
এই সকাল বেলা
সাগরের ঢেউ মেতে উঠলো সুরে
সেই কথা কয় পাখী ওই তো দূরে
রবে না, রবে না কেউ শুধু আমরা ছাড়া
হাওয়ার সাথে মোরা কইবো কথা
তারি মত আজ পেনু ছাড়া
চাই না কিছু
চাই না পিছু
সুমুখ পানে দিই ভাসিয়ে ভেলা
এই সকাল বেলা'

—রমেন চৌধুরী

(২)

ব্রজের দুলাল আবার ব্রজে আয়রে ফিরে আয়'
আয় আয়রে ফিরে আয়।
বৃন্দাবনের ধূলিকণা চরণ পরশ চায়॥
নীল যমুনার বুকের তলে
হারানো সুর আজও দোলে
রাধার হৃদয়-বনে বহে উদাস বিভোল বায়
আয়রে ফিরে আয়॥
শেষ বিদায়ে ক্লান্ত ফুলের গন্ধ বনে বনে
গুঞ্জরিয়া তোমার আশে ফেরে আপন মনে
ব্রজের পথধূলির পরে
রাধার বিষাদ অশ্রু ঝরে
দুখের সে সুর বনান্তরে নিতুই মুরছায়।
আয়রে ফিরে আয়॥
ব্রজের দুলাল আবার ব্রজে আয়রে ফিরে আয়
আয় আয়রে ফিরে আয়॥

—কুমারী যূথিকা মুখার্জি

(৩)

জ্বালা'য়ে প্রেমের দীপ জাগিয়া থাকি রাতি
যে আসে পথ ভুলে আনি গো ধরে বাতি।
তাহারে বলি বঁধু
পিয়গো পিও মধু
তোমারি লাগি আছি হিয়া-আসন পাতি॥
মোদের এ ভালবাসা সে যে গো মরীচিকা
ভুলা'য়ে আনি মোরা জ্বালায়ে মিছে শিখা
মিলন প্রেম রাখী
সে যে গো শুধু ফাঁকি
করিতে চাহি না যে কাহারে চির সাথী॥

—চারু মুখোপাধ্যায়

বুকে লাগে দোলা মুখে কথা নেই

ভোলা যায় না যে এই কথারে
শ্রীমতী বুঝে না পায়॥
বন পথে আজি একি সমারোহ ফুলে ফুলে কোন্ ভাষা
মেটে না তিয়াস দেখে বারে বারে প্রকৃতির ভালবাসা॥
আশা বেড়েই চলে, যত দেখে তত বেড়েই চলে
কানন আননে রংএর বিকাশ, মনে মনে তার আগুন জ্বলে
বনে আর মনে রংএর আগুন অনুরাগ বুঝি এরেই বলে
মনে মনে তার আগুন জ্বলে
বোঝে না শ্রীমতী মন্থরগতি মন্থর হয় আরো
কোন অনুভূতি জাগালো আকুতি অন্তরে আজি তারো॥
আঁধার নাশি রাধার হিয়ায় আঁধার নাশি
না জানি কখন দিল দরশন পূর্ণ চাঁদের চূর্ণ হাসি
আঁধার নাশি
সখিরে, কোন্ বাঁশুরিয়া, অলখে বসিয়া মনমোহনিয়া
বাজায় বাঁশী
শ্রীমতী বুঝে না পায়॥

—রমেন চৌধুরী

(৪)

ভগবান

যদি মোরে দাও কিছু দান হে ভগবান
পরাণ ভরিয়া দিয়ো প্রেম কণ্ঠ ভরিয়া দিয়ো গান॥
ধূলির ধনে মোরে রিক্ত কর
তোমারি প্রসাদে মোর চিত্ত ভর
আঘাতে আঘাতে মোর চূর্ণ করো যত কিছু মান অভিমান॥
যদি দাও হে দেখা মোরে ভালবেশে
এস গহনতম ঘন দুখের বেশে
ব্যথার কাজলে আঁখি ভরিয়া দিয়ো
সকল ভুবন মোর হরিয়া নিয়ো
নিবিড় করিয়া মোরে বাঁধিয়ো প্রিয়
তব প্রাণের সাথে মম প্রাণ.....

—বটকৃষ্ণ বসু

(৫)

অঞ্জন কেবা দিল দুনয়নে শ্রীমতী বুঝে না হায়
রঙে রঙে ধরা হোলো মনোহরা ইতি উতি যেথা চায়।
বুঝিতে নারে
সহসা কি হোলো বুঝিতে নারে
এত রং এল কোথা হতে আজি
বুঝেও শ্রীমতী বোঝে না তারে

(৬)

কোথায় গেলিরে নিমাই আমার
বুক জোড়া ধন কোথায় গেলি!
মায়ের কোলের চেয়ে মিঠে
কোন্ জগতে কি ধন পেলি॥
কাঁদছে ঘরে বিষ্ণু প্রিয়া
কাঁদছে নবদ্বীপের হিয়া
কাঁদছে সারা গৌড়বাসী
দেখরে বারেক নয়ন মেলি॥
নেচে নেচে নয়ন জলে
কোন পরাণে গেলি চলে
কার পরাণের ডাক পেলি তুই
সকল ডাকের সেরা বলি
কে সেই জনা ডাক দিলরে
চলে গেলি সকল ফেলি॥

—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

নবতম আকর্ষণ ঃ-

ইষ্টার্ণ টকীজের

পরশ পাথর

রচনা ও পরিচালনা ঃ—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

★ ★ ★

মুক্তি প্রতীক্ষায়
মহালক্ষ্মীর

মহাসম্পদ

কাহিনী ঃ—তুলসীদাস লাহিড়ী
পরিচালনা ঃ—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার
সঙ্গীত রচনা ঃ—কবি শৈলেন রায়
সঙ্গীত পরিচালনা ঃ—গোপেন মল্লিক

দেখিবার, শুনিবার ও ভাবিবার মত একখানি চিত্র।

★ ★ ★

ইষ্টার্ণ টকীজের

নতুন বৌ

রচনা ও পরিচালনা—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

—গীতকার— শৈলেন রায়

—সুরশিল্পী— সুবল দাশগুপ্ত

ঃ রূপায়নে ঃ

প্রভা, রেণুকা, রাণীবালা, সন্ধ্যা, অহীন্দ্র, জহর, দেবী মুখার্জি, কানু, তুলসী লাহিড়ী, নবদ্বীপ, জীবেন, নৃপতি, হুয়া, পশুপতি. প্রভৃতি

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের

আগামী নিবেদন

লেডী ডাক্তার

সরোজ মুখার্জীর প্রযোজনায়

এবং বিনয় ব্যানার্জীর

পরিচালনায় শীঘ্রই গৃহীত হইবে।

ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনে আসিতেছে :-

ইষ্টার্ণ টকীজের

নন্দরাণীর সংসার

কাহিনী :—৺যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

পরিচালনা :—পশুপতি কুণ্ডু

সঙ্গীত রচনা :—কবি শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালনা :—গোপেন মল্লিক

রূপায়নে : চিত্রজগতের চিত্তহারী সকলেই

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের ৫, আর্ল ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদিত এবং ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রসন্ন প্রিন্টিং প্রেস ২৬, বোস পাড়া লেন হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা